بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

نحمدہ و نصلّی علی رسولہ الکریم

সংক্ষিপ্তসার খুতবা জুমআ

বদরের যুদ্ধের পরিস্থিতি এবং ঘটনাবলীর বর্ণনা

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস আইয়্যাদাহুল্লাহু তাআলা বেনাস্রিহিল আযিয কর্তৃক ২১ জুলাই, ২০২৩ ইং তারিখে যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড) ইসলামাবাদের মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত খুতবা জুমআর সংক্ষিপ্তসার

আশ্হাদু আল্লাহ্ ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লাশারীকালাহু, ওয়াসহাদু আন্না মোহাম্মাদন আবদোহু ওয়ারাসুলোহু। আম্মাবাদ ফা-আউযোবিল্লাহে মিনাশ শয়তানের রাজিম, বিসমিল্লাহির রহমানের রাহিম। আলহামদু লিল্লাহে রব্বিল আলামিন। আর রাহমানের রাহিম। মালিকি ইয়াওমিদ্দিন। ইয়্যাকা না'বুদু অ-ইয়্যাকা নাশতাঈন। ইহ্দিনাশ সেরাতাল মুস্তাকিম। সেরাতাল লাযিনা আনআমতা আলাইহিম। গয়রিল মাগযুবি আলাইহিম। অলায য-ল-লিন।

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর সৈয়্যদনা হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন :

বদরের যুদ্ধের পরিসমাপ্তিতে যুদ্ধবন্দিদের সাথে মহানবী (সা.)-এর সদয় আচরণের বিষয়ে তাবাকাত ইবনে সা'দে লিপিবদ্ধ আছে, যুদ্ধবন্দিদের মাঝে মহানবী (সা.)-এর চাচা হযরত আব্বাসও ছিলেন। তিনি (সা.) সেই রাতে কষ্টের কারণে জাগ্রত ছিলেন। জনৈক সাহাবী জিজ্ঞেস করেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আপনি কেন বিনিদ্র রাত কাটাচ্ছেন? তিনি (সা.) বলেন, আব্বাসের গোঙানির কারণে আমার ঘুমাতে কষ্ট হচ্ছে। এটি অনুধাবন করে একজন সাহাবী আব্বাসের হাতের বাঁধন আলগা করে দেন। রসূলুল্লাহ্ (সা.) এটি বুঝতে পেরে বলেন, কি ব্যাপার! আব্বাসের গোঙানোর আওয়াজ শোনা যাচ্ছে না কেন? তিনি বলেন, তার হাতের বাঁধন কিছুটা আলগা করে দেয়া হয়েছে। তখন মহানবী (সা.) বললেন, তাহলে সকল বন্দির বাঁধনই আলগা করে দাও।

হযরত মির্যা বশীর আহমদ (রা.) তাঁর সীরাত খাতামান্ নবীঈন পুস্তকে লিখেছেন, মহানবী (সা.) মুসলমানদেরকে বন্দিদের সাথে কোমল ও স্নেহপূর্ণ ব্যবহারের তাগিদ দিয়েছেন। সাহাবীরা যারা মহানবী (সা.)-এর প্রতিটি নির্দেশ পালনের জন্য সীমাহীন উদগ্রীব থাকতেন তারা এই তাগিদের ওপর এরূপ আন্তরিকতার সাথে আমল করেছেন যে, পৃথিবীর ইতিহাসে যার কোনো তুলনা পাওয়া যায় না।

প্রাচ্যবিদ স্যার উইলিয়াম মুইরও বন্দিদের সাথে মুসলমানদের উত্তম আচরণের স্বীকারোক্তি প্রদান করে বলেছেন, মুহাম্মদ (সা.)-এর নির্দেশ অনুসারে আনসার ও মুহাজিররা কাফের বন্দিদের সাথে অত্যন্ত দয়া ও প্রীতিপূর্ণব্যবহার করেছেন। এছাড়া অনেক বন্দির নিজেদের এই স্বীকারোক্তি ইতিহাসের পাতায় লিপিবদ্ধ আছে যে, তারা বলতেন, খোদা তা'লা মদীনাবাসীর মঙ্গল করুন! তারা আমাদেরকে বাহনে

চড়াতেন, অথচ নিজেরা পায়ে হেঁটে চলতেন। আমাদেরকে গমের রুটি খেতে দিতেন আর নিজেরা কেবল খেজুর খেয়ে দিনাতিপাত করতেন। অতএব এটি শুনে আমাদের আশ্চর্য হওয়ার কিছুনেই যে, অনেক বন্দি এরূপ সদয় ব্যবহারের কারণে মুসলমান হয়ে গিয়েছিল আর এরপর সেসব লোককে তাৎক্ষণিকভাবে মুক্ত করে দেয়া হয়েছিল। এছাড়া যেসব বন্দি ইসলাম গ্রহণ করেনি তাদের ওপরও এই উত্তম আচরণের অনেক গভীর প্রভাব পড়েছিল।

বদরের যুদ্ধ পরবর্তী প্রভাব সম্পর্কে লিপিবদ্ধ আছে, যুদ্ধে বিজয়ের সুসংবাদ নিয়ে যখন আব্দুল্লাহ্ বিন রওয়াহা এবং যায়েদ বিন হারেসা (রা.) মদীনায় পৌঁছন তখন ইসলামের শত্রু কা'ব বিন আশরাফ সেই সংবাদকে মিথ্যা আখ্যা দিয়ে বলতে থাকে, যদি মুহাম্মদ (সা.) এই বড় বড় নেতাদের হত্যা করে থাকেন তাহলে ভুপৃষ্ঠে থাকার চেয়ে ভুগর্ভে ঢুকে যাওয়াই উত্তম অর্থাৎ জীবিত থাকার চেয়ে মরে যাওয়াই শ্রেয়।

আল্লামা শিবলী নোমানী তাঁর পুস্তকে বদরের যুদ্ধের পরিণাম উল্লেখ করতে গিয়ে লিখেছেন, বদরের যুদ্ধের ফলাফল কাফিরদের ধর্মীয় এবং দেশীয় পরিস্থিতির ওপর পালাক্রমে প্রভাব সৃষ্টি করেছিল আর প্রকৃত অর্থে ইসলাম উন্নতির পথে একধাপ এগিয়ে গিয়েছিল। কুরাইশের সমস্ত বড় বড় নেতা যাদের একেকজন ইসলামের উন্নতির পথে ইস্পাতসম প্রাচীর হয়ে দাঁড়িয়েছিল তারা এই যুদ্ধে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল।

উতবা এবং আবু জাহলের মৃত্যুর পর কুরাইশের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মুকুট আবু সুফিয়ানের মাথায় পরানো হয়, যার ফলে উমাইয়্যা রাজত্বের নবসূচনা তো হয়েছিল বটে, কিন্তু কুরাইশের শক্তি ও ক্ষমতা প্রকৃত অর্থে অনেকটাই হ্রাস পেয়েছিল। মদীনায় তখনও পর্যন্ত আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলূল প্রকাশ্যে কাফির ছিল, কিন্তু এই যুদ্ধের পর সে বাহ্যত ইসলাম অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। অর্থাৎ বদরের যুদ্ধের পর সে বাহ্যত ইসলাম গ্রহণ করেছিল; কিন্তু সে আজীবন মুনাফিক ছিল এবং এ অবস্থায়ই প্রাণ ত্যাগ করে। আরব গোত্রগুলো এসব ঘটনা দেখে অনুগত না হলেও ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিল। এই অসাধারণ বিজয় কাফেরদের মধ্যে ঈর্ষার আগুন বাড়িয়ে দেয় এবং তারা তা নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি। কুরাইশদের আগে শুধু হাজরামীর শোক ছিল, বদরের পর এখন প্রতিটি ঘরেই শোকের মাতম ওঠে, আর মক্কার সন্তানেরা বদরের নিহতদের প্রতিশোধের জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে। তাই সুওয়ায়েকের ঘটনা এবং উহুদের যুদ্ধ ছিল এই উত্তেজনারই বহিঃপ্রকাশ।

হযরত মির্যা বশীর আহমদ (রা.) বলেন, বদরের যুদ্ধের প্রভাব মুসলমান, কাফির সবার ওপর দীর্ঘস্থায়ীভাবে পড়েছিল আর তাই ইসলামের ইতিহাসে এর বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। এ কারণেই পবিত্র কুরআনে এ যুদ্ধের নাম **ইয়াওমুল ফুরকান** রাখা হয়েছে যার অর্থ এটি সেই দিন যেদিন ইসলাম ও কুফরের মাঝে এক সুস্পষ্ট পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়েছে। বদরের যুদ্ধের পরও কুরাইশ ও মুসলমানদের মাঝে বড় বড় যুদ্ধ ও লড়াই হয়েছে এবং মুসলমানদের ওপর বড় বড় বিপদ এসেছে, কিন্তু এ যুদ্ধের পর মক্কার কাফিরদের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে গিয়েছিল, পরবর্তীতে স্থায়ীভাবে যার ক্ষতিপূরণ আর কখনোই হয়নি। এখানে প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে যে, নিহতদের সংখ্যার দিক দিয়ে এটি বড় কোনো পরাজয় ছিল না। কুরাইশ জাতিতে ৭০-৭২জনের নিহত হওয়াকে কখনো জাতির মূলোৎপাটন বলা যায় না, তাহলে এটিকে ইয়াওমুল ফুরকান কেন বলা হলো? এর সমুচিত জবাব পবিত্র কুরআন এভাবে দিয়েছে যে, **'ইয়াক্তা'আ দাবিরাল কাফেরিঈনা'** অর্থাৎ সেদিন কাফিরদের মূলোৎপাটন করা হয়েছিল অর্থাৎ সেদিন কুরাইশের মূলোৎপাটন করা হয়েছিল। কেননা কুরাইশের নেতা শায়বা, উতবা, উমাইয়্যা বিন খালাফ, আবু জাহল, উকবা সবাই তাদের জাতীয় নেতা ছিল। যেহেতু তাদের প্রাণ ভোমরাদের অধিকাংশ নিহত হয়েছিল তাই এটিকে ইয়াওমুল ফুরকান আখ্যা দেয়া হয়েছে।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এ সম্পর্কে লিখেছেন, এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, মুসলমানদের ওপর এরপরও অনবরত অত্যাচার হচ্ছিল এবং তাদেরকে কাফিরদের সাথে লড়াই করতে হয়েছে, কিন্তু নিঃসন্দেহে বদরের যুদ্ধে কাফিরদের মূল শক্তি ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে গিয়েছিল এবং মুসলমানদের প্রভাব-প্রতিপত্তি তাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল। বদরের যুদ্ধ যাকে পবিত্র কুরআন 'ফুরকান' বলেছে, বাইবেলেও এই যুদ্ধ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী বর্ণিত রয়েছে। একইভাবে পবিত্র কুরআন একটি একাদশ রাতের সংবাদ দিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল যে হিজরতের পুরো এক বছর পর কাফেরদের সমস্ত শক্তি ভেঙ্গে যাবে এবং মুসলমানদের জন্য বিজয় ও শাসনের সূর্যোদয় হবে। সুতরাং, ঠিক এক বছর পরে, যুদ্ধ শুরু হয় যাতে কাফেরদের প্রধান নেতারা নিহত হয় এবং মুসলমানরা তাদের উপর উল্লেখযোগ্য আধিপত্য অর্জন করে। বদরী সাহাবীদের গুরুত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব এ থেকে অনুমান করা যায় যে, মহানবী (সা.) ঘোষণা করেছিলেন যে, এই উম্মতের মধ্যে মাহ্দী আসার অন্যতম নিদর্শন হল, তাঁরও একটি কিতাব থাকবে যাতে বদরের সাহাবীর সংখ্যা অনুযায়ী ৩১৩ জন সাহাবীর নাম লিপিবদ্ধ থাকবে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, যেহেতু সহীহ হাদীসে এসেছে যে মাহ্দীর একটি ছাপানো কিতাব থাকবে যাতে তাঁর ৩১৩ জন সাহাবীর নাম লিপিবদ্ধ থাকবে, তাই বলা আবশ্যক যে আজ সেই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়েছে। আর এটা স্পষ্ট যে, তাঁর পূর্বে উম্মতের মধ্যে এমন কেউ জন্মগ্রহণ করেনি যে মাহদিয়াতের দাবিদার ছিল এবং তার সময়ে একটি প্রকাশনা সংস্থাও ছিল এবং তার একটি ছাপানো পুস্তকও ছিল, যেখানে ৩১৩টি নাম উল্লেখ ছিল। তাই এটা সুস্পষ্ট যে, এই কাজ যদি কোনো মানুষের ক্ষমতায় থাকত, তাহলে এর আগে অনেক মিথ্যাবাদী এমন উদাহরণ তৈরি করতে পারত।

শেখ আলী হামযা বিন আলী তার পুস্তক জাওয়াহেরুল আসরারে লিখেছেন, মাহদী সেই গ্রাম থেকে আত্মপ্রকাশ করবেন যার নাম হবে **কাদেয়া** (কাদিয়ান নামটি কালের পরিক্রমায় এসেছে)। তিনি আরো বলেন, খোদা তা'লা সেই মাহদীকে সত্যায়ন করেছেন এভাবে যে, দূরদূরান্তে তার অনুসারী থাকবে যাদের সংখ্যা বদরী সাহাবীদের সংখ্যার ন্যায় হবে অর্থাৎ ৩১৩জন হবে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন ঃ এখন এটা স্পষ্ট যে, প্রতিশ্রুত মাহদী হওয়ার এবং তার সাহাবীদের নাম সম্বলিত একটি মুদ্রিত কিতাব আছে বলে দাবি করার সৌভাগ্য ইতিপূর্বে কারোর হয়নি। তবে আমি ইতিমধ্যে 'আয়নায়ে কামালাতে ইসলাম'এর মধ্যে তিনশত তেরোটি নাম তালিকাভুক্ত করেছি এবং এখন আমি সম্পূর্ণ প্রমাণের জন্য আরও একবার তিনশত তেরোটি নাম (পুস্তিকা আনজামে আথম এর মধ্যে) তালিকাভুক্ত করছি।

চতুর্দশ শতাব্দী সেই শতাব্দী যার জন্য মহিলারাও বলতেন যে চতুর্দশ শতাব্দী বরকত বয়ে আনবে, খোদার বাণী পূর্ণ হয়েছিল এবং চতুর্দশ শতাব্দীতে মহান আল্লাহ্‌র ইচ্ছা অনুযায়ী **আহমদ** নামের প্রকাশ হয়েছিল। আমি সেই ব্যক্তি যাকে বদরের ঘটনায় ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল, যার জন্য মহানবী (সা.) 'সালাম' প্রদান করেছেন। কিন্তু আফসোস, সেই দিন এসে যখন চতুর্দশীর চাঁদ উদয় হল তখন আমাকে বলা হলো, দোকানদার, স্বার্থপর! আফশোস, যারা দেখেও দেখেনি, সময় পেয়েছে অথচ চিনতে পারেনি। যারা মিম্বরে উঠে কান্নাকাটি করেছিল যে চতুর্দশ শতাব্দীতে এটি হবে তারা মারা গেছে এবং যারা এখন মিম্বরে উঠে বলে যে, যে এসেছে সে একজন মিথ্যাবাদী ভন্ড। তাদের কী হয়েছে, তারা কেন তা দেখে না এবং কেন তারা এটি নিয়ে চিন্তা করে না!

অতঃপর হুযুর আনোয়ার ১৭ ফেব্রুয়ারী ১৯০৪ সালের ডায়েরিতে বর্ণিত হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর ইলহাম 'বদরের যুদ্ধের কাহিনী বিস্মৃত হয়ো না' সম্পর্কে বলেন ঃ আল্লাহ্ আমাদেরকে বদরের গুরুত্ব সম্পর্কে বিশেষভাবে সচেতন করুন এবং আমরা যেন মহানবী (সা.) এর নিষ্ঠাবান সেবক (আ.) এর

আগমনকে বুঝতে পারি। আল্লাহ্ তাআলা মুসলিম সম্প্রদায়কে বদরের ঘটনার বাস্তবতা অনুধাবন করার তৌফিক দান করুন এবং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) -কে শনাক্ত করার তৌফিক দিন, যিনি মহানবী (সা.)-এর দাস হয়ে এসেছিলেন, যাতে মুসলমানরা তাদের হারানো গৌরব ফিরে পেতে পারে।

খুতবায়ে সানীয়ার পূর্বে হুযূর (আই.) বলেন, এখন আমি আসন্ন যুক্তরাজ্যের বার্ষিক জলসা সম্পর্কে কিছু বলতে চাই। ইনশাআল্লাহ্ আগামী শুক্রবার থেকে ইউকে'র বার্ষিক জলসা শুরু হতে যাচ্ছে। এবার তিন-চার বছর পর বহির্বিশ্ব থেকেও অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে অতিথিরা এখানে আসবেন, বরং অতিথিদের আগমন শুরু হয়ে গেছে। আল্লাহ্ তা'লা প্রত্যেক সফরকারীর সফর নিরাপদ ও আনন্দময় করুন এবং সবাই এখানে এসে জলসার মাধ্যমে প্রকৃত অর্থে কল্যাণমণ্ডিত হোন। অনুরূপভাবে যুক্তরাজ্য জামা'তের সদস্যরাও যথাযথ উদ্যম ও প্রেরণা নিয়ে জলসায় অংশগ্রহণ করুন আর কেবলমাত্র এ বিষয়টি দৃষ্টিপটে রাখুন যে, জলসার দিনগুলোতে আমরা আমাদের আধ্যাত্মিক মানকে উঁচু করার সর্বাত্মক চেষ্টা করব।

পরিশেষে হুযূর (আই.) জলসার সকল কর্মিও অতিথিদের বিভিন্ন দিক-নির্দেশনা প্রদান করে বলেন, জলসায় অংশগ্রহণকারীরা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর অতিথি। প্রত্যেককে মহানবী (সা.) এ উপদেশের প্রতি আমল করা উচিত যে, সর্বদা হাস্যজ্জ্বল থাকবেন। মহানবী (সা.) এও বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাস রাখে সে যেন অতিথির সন্মান করে। আল্লাহ্ তা'লা সকল কর্মকর্তা ও কর্মিকে উত্তমরূপে নিজেদের দায়িত্ব পালনের তৌফিক দিন, জলসা সবদিক থেকে কল্যাণমণ্ডিত করুন। বিশেষভাবে আহমদীদেরকে এ জলসার সার্বিক সফলতার জন্য দোয়া করতে থাকা উচিত। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সবাইকে এর তৌফিক দিন, (আমীন)

আলহামদুলিল্লাহে নাহ্মাদুহূ ওয়া নাসতায়ীনুহূ ওয়া নাসতাগ্ফিরুহূ ওয়া নু'মিনুবিহী ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহে ওয়া না'ঊযুবিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সায়্যিআতি আ'মালিনা-মাইয়্যাহ্দিহিল্লাহু ফালা মুযিল্লালাহু ওয়া মাই ইউয্লিলহু ফালা হাদিয়ালাহু-ওয়া নাশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা শারীকালাহূ ওয়ানাশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ ওয়া রাসূলুহু-

'ইবাদাল্লাহি রাহিমাকুমুল্লাহু-ইন্নাল্লাহা ইয়া'মুরু বিল 'আদলি ওয়াল ইহসানি ওয়া ঈ'তাইযিল কুরবা ওয়া ইয়ানহা 'আনিল ফাহ্শাই ওয়াল মুনকারি ওয়াল বাগ্ই-ইয়াহযুকুম লা'আল্লাকুম তাযাক্কারুন। উযকুরুল্লাহা ইয়াযকুরকুম ওয়াদ'উহু ইয়াসতাজিবলাকুম ওয়ালা যিক্রুল্লাহি আকবর।

('মজলিশ আনসারুল্লাহ্ ভারত' কর্তৃক প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত উর্দূ খুতবার অনুবাদ)

Bengali Khulasa Khutba Juma
Huzoor Anwar(at)
21 July 2023
Distributed by
Ahmadiyya Muslim Mission
.....*P.O*.....
Distt.....*Pin*.....*W.B*

To,
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _

বিশদে জানতে : Toll Free No.1800 103 2131 www.alislam.org | www.mta.tv | www.ahmadiyyamuslimjamaat.in